দৈনিক খবর

তারিখ ... 14 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 7 ...

14

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান

জনসংখ্যা বিস্ফোরণই আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা, তাই জন্মহার হ্রাস করে দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই তাই সরকার জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে জনস্ফীতি রোধে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারের এতোসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনসংখ্যা কিন্তু ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। স্বাধীনতার সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি, আর উনিশ বছর পর তা বেড়ে হয়েছে সাড়ে এগারো কোটি। বর্তমান জন্মহার অব্যাহত থাকলে ২০০০ সাল শেষ হতে না হতে জনসংখ্যা ষোল কোটিতে গিয়ে পৌঁছুবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করেছেন। তখন পরিস্থিতি কি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, তা চিন্তা করলে মাথা ঘোরাই স্বাভাবিক।

জন্মহার রোধে এতো উদ্যোগ-আয়োজন সত্ত্বেও জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে কেন? এর মূলে যে সব আর্থ-সামাজিক কারণ রয়েছে তা নির্ণয় করে সেগুলো দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতাই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না- দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই একে দেখতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন, শিক্ষিতের হার বাড়লে জন্মহার হ্রাস পাবে। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, যেসব দেশের মানুষ যত বেশী শিক্ষিত, সেসব দেশের জন্মহার তত কম। শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে অগ্রসর জাতি মাত্রেরই জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। শিক্ষায় অগ্রসর প্রত্যেকটি জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে, আবার তাদের জন্মহারও স্থিতিশীল রয়েছে।

যে কোনো নিরিখে বিচার করা হোক না কেনো, এ কথা মানতেই হবে যে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতি অর্জন কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আমাদের মতো দেশের বাস্তব অবস্থাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে ব্যাপক অশিক্ষা। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক নিরক্ষর এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও তাদের নেই। দেশের এই গরিষ্ঠ জনগণের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে না পারলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করা কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বরং এ কথা বলা চলে যে, বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠী দেশকে ক্রমশঃ আরো পেছনে ঠেলে দেবে। এ জন্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষার দ্রুত প্রসারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। জাতীয় স্বার্থেই শিক্ষার প্রসার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। জনগণের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে তখন উন্নত ভবিষ্যৎ রচনার তাগিদে জনগণ নিজের উদ্যোগেই পরিবার পরিকল্পনাসহ সকল প্রকার জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই অংশ নিতে সক্ষম হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে কাংক্ষিত সুফল পেতে হলে জন্মশাসন কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারেও ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া অপরিহার্য। জনসাধারণ যত শিক্ষিত হয়ে উঠবে, ততই তারা পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জন্মশাসন পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহান্বিত হবে। উন্নত দেশগুলোয় সবাই শিক্ষিত বলে সেখানে জনসংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে। সেখানে সবাই পরিবারের আয়তন সীমিত রাখার ব্যাপারে সচেতন, তাই ঐ সব দেশে জনবিস্ফোরণের কোনো আশংকা নেই এবং সেখানে সরকারকেও এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু আমাদের মতো অনুন্নত দেশ এর ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। এখানে প্রচার মাধ্যমে দিবারাত্র প্রচার চালানো সত্ত্বেও বিপুল গরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে জন্মশাসন কার্যক্রমের তেমন কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সরকারের পরিকল্পনায় মূল ভ্রান্তিটা এখানে যে, তারা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারেননি। সরকার অনেক দেরীতে সার্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও একে কার্যকর করার জন্য যে ধরনের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া দরকার, বাস্তবে তার কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। প্রতি গ্রামে নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ করে প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং সে সাথে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, পুরনো যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় অযত্নে-অবহেলায় বন্ধ হয়ে রয়েছে, সেগুলোকে চালু করারও কোনো উদ্যোগ নেই। ঝড়-প্লাবনে বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশেরই মেরামত আজ পর্যন্তও করা হয়নি। বিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পুনঃনির্মাণ এবং চেয়ার, টেবিল ও ব্লাকবোর্ডসহ শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার জন্য দেশের বহু জায়গায় প্রাথমিক শিক্ষায় বিঘ্ন ঘটেছে। ছাত্ররা হতাশ হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজে ফিরে যাচ্ছে- এ জাতীয় সংবাদ প্রায়ই কাগজে ছাপা হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের অভাবে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হবার খবরও কাগজে প্রচুর ছাপা হয়েছে। কিন্তু এসব সমস্যা দূরীকরণে কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আজতক শোনা যায়নি। যে সব সমস্যা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকে বিঘ্নিত করছে, সেগুলোর সমাধান জরুরী ভিত্তিতে করা দরকার বলে আমরা মনে করি। অপ্রয়োজনীয় ও অনুৎপাদনী খাতের ব্যয় কঠোরভাবে হ্রাস করে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো যেতে পারে। মোট কথা, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকারকে বাস্তবসম্মত নীতি ও কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণের অনুরোধই আমরা জানাচ্ছি।